এটা আমার দর্শনের নোটখাতা নয়

এটা আমার দর্শনের নোটখাতা নয়

উ ৎ স র্গ

মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকী
ইসলামী পণ্ডিত এবং বক্তা

যোগেশ্বর রায়
পঞ্চগড়ের শ্রী শ্রী সন্ত গৌড়ীয় মঠের প্রধান পুরোহিত

মাওং সু ইউ চ্যাক
বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভিক্ষু

জুলহাজ মান্নান
সমকামী অধিকার কর্মী এবং রূপবান পত্রিকার প্রকাশক

অধ্যাপক শফিউল ইসলাম
বাউল মতাদর্শের অনুসারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

ডক্টর অভিজিৎ রায়
মুক্তমনা ব্লগের সম্পাদক এবং মানবতাবাদী লেখক

এবং ২০১৩ সালের পর জঙ্গিগোষ্ঠীর হাতে নিহত সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, বাউল, সমকামী, নাস্তিক প্রায় সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করা এইসব মানুষদের চাপাতি দিয়ে আঘাত করার পর দেখা যায়, তাদের সবার রক্তের রং-ই ছিলো লাল।

ভূমিকা

এই বইটা পড়ার আগে প্রিয় পাঠক আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করবো কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে। আপনারা শুরু করতে যাচ্ছেন এমন একটা জার্নি; যেই জার্নিটা মূলত আমার নিজের সাথে নিজের আলাপের জার্নি। এই বইতে যতবার আমি আপনাদের সম্বোধন করে কিছু বলেছি, সব আসলে আমার নিজেকে বলেছি।

আমি এই বইতে যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আলাপ করেছি তেমনি নৈরাশ্যের অস্তিত্বকে নিয়েও করেছি। আমি আবার নিজেকে এই দুই পজিশন থেকে বারবার খণ্ডনও করেছি। আমি যেমন নিজের ভেতরে থাকা মৌলবাদী আমিকে বারবার প্রশ্ন করেছি, খণ্ডন করেছি, তেমনি নিজের ভেতরের প্রগতিশীল লোকটাকেও আমি বারবার প্রশ্ন করেছি, খণ্ডন করেছি। যেমন এই বইতে অনেক প্রগতির স্কুলে মোটাদাগে ইসলামকে যেভাবে দেখা হয় সেটাকে ডিনোন্স করেছি, আবার প্রথাগত সালাফি ইসলামের অনেক অনুষঙ্গকে সমালোচনাও করেছি। সনাতন স্কুলের অসংখ্য গল্পকে আমলে নিয়েছি। কিছু সমালোচনা করেছি। অনেকটাই বিনাবাক্যে নিয়েছি। প্রাধান্য পেয়েছে বুদ্ধের, বেদের এবং সুফিবাদের দর্শনিক অবস্থান।

সরদার ফজলুল করিম বলছেন —

> ইংরেজি ফিলোসফি শব্দটি এসেছে গ্রিক ফিলোসোফিয়া থেকে যার আক্ষরিক অর্থ "জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা"। দর্শন হচ্ছে অস্তিত্ব, জ্ঞান, মূল্যবোধ, কারণ, মন এবং ভাষা সম্পর্কে সাধারণ এবং মৌলিক প্রশ্নগুলির অধ্যয়ন। জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ, তার চেতনা এবং জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতি মৌল বিধানের আলোচনাকেও দর্শন বলা হয়। মানুষের সামাজিক চেতনার বিকাশের একটা পর্যায়েই মাত্র মানুষের পক্ষে বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব হয়েছে। মানুষ তার নিজের উদ্ভব মুহূর্ত থেকেই চিন্তার এরূপ ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম ছিল না। মানুষের চেতনার বিকাশের একটা স্তরে মানুষ তার পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করে। নিজের জীবনকে অধিকতর নিশ্চিত করে রক্ষা করার প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতি জগতের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে। প্রকৃতি, জগৎ এবং পরবর্তীকালে মানুষের নিজের দেহ এবং চেতনা সম্পর্কেও সে চিন্তা করতে শুরু করে।
>
> (চল্লিশের দশকের ঢাকা, সরদার ফজলুল করিম)

যদিও বইয়ের শিরোনামে দর্শন শব্দটা আছে, প্রিয় পাঠক আমি ক্ষমা চেয়ে বলছি এই বইটা মোটেও একটা দর্শনের বই হতে পারেনি। এই বইতে একটিবারের জন্যও সক্রেটিস, এরিস্টটাল, প্লেটোর মতো দার্শনিকদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইউরোপের দার্শনিক স্কুলের আলোচনা হয়েছে খুব কম বরং থিওলজির স্কুল আর বিবর্তনবাদের আমার অর্ধেক বোঝাপড়াই আমার বইয়ের উৎসসূত্র। এটা একেবারেই আমার ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার বই। আমি নিজে এই বই ঘুরে ঘুর পড়বো। নিজেকে আবারও ভাঙবো

এবং গড়বো। আমি কীভাবে ভাবি সেটাকে বোঝার চেষ্টা করবো। এবারে আমার এই বোঝাপড়া যদি আপনার কোনো কাজে লাগে সেটা হবে আমার পরম পাওয়া।

তবে আমি বারবার বলছি এখানে যত কথা আমি বলেছি, যেই রেফারেন্সকেই আমি হাজির করেছি, একটাও এই বইতে যেসব প্রশ্নকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার কোনোটার চূড়ান্ত উত্তর নয়। আমি এখানে অনুবাদ নিয়ে খেলেছি। নিজের পছন্দের, নিজের দরকারের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছি, নিজের পছন্দ যেটা হয়নি সেই ব্যাখ্যাকে নিইনি। ফলে এইসব রেফারেন্স ধরে খুব গুঢ় সিদ্ধান্তে যাওয়া দুষ্কর।

আমি যতটুকু বুঝেছি আমার মনে হয়েছে কগনেটিভ এম্পেথি বিষয়টা আমাদের প্রজাতিগত একটা বড়ো অর্জন। এই অর্জনই মূলত আমাদের ধর্ম, সামাজিক বন্ধন, মানবিকতা, বিজ্ঞানযাত্রা এই সবগুলো ফ্যাকাল্টিকে নির্মাণ করেছে। আমার বিশ্বাস এই সমাজে প্রতিটা মানুষের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে প্রাণীজগতের অন্য সকল সদস্যের, মানুষের সাথে জড়জগতের সম্পর্কে এম্পেথি যত বেশি বাড়ানো যাবে আমরা তত মানবিক এবং অর্থপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারবো।

এই বইটা সদ্য তিরিশে ওঠা একটা ছেলের নিজের মনোজগতে চলতে থাকা নানা প্রশ্নের উত্তরের একটা অগোছালো খোঁজ। দিন শেষে বইটা যদি একজন মানুষকেও যে-কোনো বিষয়কে এম্পেথির সাথে একটু গভীরভাবে ভাবতে উৎসাহ জোগায়- আমি নিজেকে স্বার্থক মনে করবো। বইটা পাণ্ডুলিপি হয়ে ওঠার পেছনে আমার স্ত্রীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আমার সদ্য প্রয়াত বড়োখালার মুখটা বারবার ভেসেছে আমার মনে যখনই আমি লিখতে বসেছি।

ছোটোভাই সৌরভ মাহমুদের আত্মহননের স্মৃতি সবসময় বয়ে নিয়ে চলেছি। কবি সৈকত আমীন, কবি এমএল শিকদার, কবি অ্যালেন সাইফুল, বন্ধু সহুল আহমদ মুন্না, বন্ধু সমুদ্র সৈকত, বন্ধু রেদোয়ান পারভেজ, বন্ধু মেহেদী হাসান, বন্ধু আবদুল্লাহ আল ফয়সাল, প্রিয় রহমান মুফিজ ভাই, প্রিয় নাজমুল হুদা ভাই, প্রিয় আতিক রহমান ভাই, প্রিয় রিপন হক ভাই, প্রিয় রাজ্জাক রুবেল ভাই, প্রিয় অনীশ বড়ুয়া নয়ন দাদা এবং আর যার যার নাম মনে করতে পারছি না, যারা রাতের পর রাত চোখের জলে, ফুলের সৌরভে, রক্ত-মাংসে এই আলাপগুলো গড়ে ওঠার বিভিন্ন স্তরে আমার পাশে ছিলেন, আপনাদের আমার ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম।

কবি আসাদ চৌধুরী যেমন বারবারা বিডলারকে কবিতায় বলেছিলেন 'নির্বাসনের অর্থ অভিধান থেকে জানা যাবে না, জানতে হবে ১৯৭১ সালে যে আশি লক্ষ মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে মানবেতর জীবন যাপন করেছিলেন তাদের কাছ থেকে', ঠিক তেমনি এম্পেথি বিষয়টা যে কগনেটিভ সেটা আমি জানতে পেরেছি আমার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছোটবোনের কাছ থেকে। আমাদের বাসার একজন পুরাতন কর্মসহকারী সাহিদা আপা ছিলেন ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এখন সেই আপা আর আমাদের সাথে থাকেন না। নিজের গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজের মতো স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি বাসায় পড়ে গিয়ে আমার আম্মার পায়ের হাড় খুব বাজে ভাবে ভেঙে পড়লে সাহিদা আপা এসেছিলেন গ্রাম থেকে। কয়েকমাস থেকে গেছেন আমাদের সাথে। আম্মা একটু সুস্থ হলে সাহিদা আপা একদিন ভোরে নিজ গ্রামে প্রস্থান করলেন। ছোটোবোন তখনও বিষয়টা টের পায়নি। ঘুম থেকে উঠে তিনদিন তিনরাত সে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করে বুঝতে পারে তার প্রিয় বোন তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

এই তিনদিন সে ঠিকমতো খায়নি, কারো সাথে কথা বলেনি। বিষয়টা বুঝতে পেরে তার যে বাঁধভাঙা কান্না আমি দেখলাম সেই কান্নার সেই হাহাকারের ভাষা বোঝার জন্য ওর কথা বলতে না পারা, ওর বোধগম্যতার ঘাটতি একটুও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারি পৃথিবীর সব প্রার্থনার ভাষা এক। বিশ্বাস অবিশ্বাস এসবই অপশনাল।

আমার বিনীত নিবেদন এই বইকে আপনারা কোনো প্রচারণার টুল হিসেবে না দেখে বোধের বিভিন্ন দিককে বোঝার একটা প্রচেষ্টা হিসেবে দেখবেন। এই বই বিষয়ে আপনার যে-কোনো মতামত আমাকে নিঃসঙ্কোচে জানান এই ইমেল ঠিকানায় arifgenocide.71@gmail.com অথবা আমার ফেসবুক প্রোফাইলে মেসেজ করে দিতে পারেন facebook.com/Arif1415 এই ঠিকানায়।

এই বইটায় আমি যেই সব পজিশন নিয়েছি সবসময় আমি ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো না। এই জায়গাটা সামনে অনেকবার ভাঙবে। সেই ভাঙা ঘরে ভেতরে আবার নতুন চিন্তা জন্ম নেবে। আপনারাও নিশ্চয়ই আপনাদের চিন্তাকে ভাঙার লড়াই চালিয়ে যাবেন নিরবধি।

আরিফ রহমান
ইব্রাহীমপুর, ঢাকা

শুরুর কথা

আলাপটা শুরু হওয়া উচিত ছিল গৌতম বুদ্ধের কাছ থেকে। কারণ আজকে এইখানে দাঁড়িয়ে আসলে আমি নতুন করে নিজের জীবনদর্শনকে খোঁজ করতে আসি নাই। আমি মূলত প্রচণ্ড দুঃখে ছিলাম। এত বেশি দুঃখ—যে আমার মনে হচ্ছিল এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে যা করা লাগে আমি করবো। জীবনকে শেষ করে দিয়েও যদি এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাও আমি করে দেখতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম!

এই টালমাটাল যখন আমার একমাত্র জীবনের অবস্থা তখন আমার সাথে 'সেই অর্থে' পরিচয় হয় গৌতম বুদ্ধের সাথে। সেই অর্থে বললাম কারণ বুদ্ধকে আমি আগেও চিনতাম। বুদ্ধকে কে না চেনে? চেনে সবাই। কিন্তু বুদ্ধকে জানতে পেরেছেন খুব অল্প মানুষই। খুব বেশি লিবার্টি নিয়ে কথাটা বলতে পারছি এ কারণে যে—বুদ্ধকে জানলে পৃথিবীতে এত বিবাদ থাকে না, থাকে না এত বিষাদ।

বুদ্ধ তো কোনো স্পিরিচুয়াল গুরু নন। বুদ্ধ মূলত একজন কার্যকরণপন্থী বিজ্ঞানী, আবার একজন দার্শনিক। আমার মনে হয়েছে দর্শন আর বিজ্ঞানকে উনি সমতায় গেঁথেছেন। আর বুদ্ধের সব দর্শন কিংবা বিজ্ঞানের মূল খোঁজাখুজিটা দুঃখকে দূর

করার চেষ্টার ভেতরে নিহিত। এই বইয়ের পাতায় পাতায় তাই বুদ্ধ ফিরে ফিরে আসবেন।

তবে দর্শনের প্রস্তুতি পর্বের ছাত্র হিসেবে আপনার আমার একটা জিনিস খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখা জরুরি। আপনি-আমি মোহমুক্ত থাকছি তো? মানুষের প্রবণতাই হচ্ছে তার পছন্দের চিন্তাকে সে পূজো করতে চায়। সেই চাহিদা থেকেই বোধয় বুদ্ধও পূজিত হন অনেক স্থানে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তো পূজো নয়। আজকে আমাদের উদ্দেশ্য কেবল সত্যকে বোঝা। যেই সত্য আমাদের দুঃখকে মেটাবে।

কিন্তু আদৌ দুঃখ থেকে কি মুক্তি আছে?

সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্

মায়ানমারের মংকেত শহরকে কেন্দ্র করে ৩৫০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত আঁকলে সেই বৃত্তটার ভেতরে যত মানুষ বাস করে বাকি গোটা দুনিয়ায় তার চাইতে কম মানুষ বাস করে। যদিও এই ৩৫০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক এলাকা জুড়েই আছে সমুদ্র।

এই অর্ধবৃত্তের ভেতরে বাস করে দুনিয়ার অধিকাংশ বুদ্ধ, হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারী মানুষেরা। এই বৃত্তের ভেতরে দুনিয়ার অধিকাংশ মিঠাপানির সংস্থান হয়। এই বৃত্তের ভেতরেই দুনিয়ার অধিকাংশ ফসল ফলে। এই বৃত্তের ভেতরেই আছে দুনিয়ার অধিকাংশ নদী। মানুষকে যদি একটা ফসল হিসাবে চিন্তা করি তাহলে মানুষ সবচেয়ে ভালো ফলে এই অঞ্চলে, এর পেছনে সবচেয়ে বড়ো সাফল্য নদীর। মাটির সাথে বোঝাপড়া সবচেয়ে ভালো এইখানকার মানুষের। এই বৃত্তের মধ্যেই জন্মেছিলেন মহামতি গৌতম বুদ্ধ!

মহামতি তথাগত গৌতমের বোধিলব্ধ প্রথম সত্য (যেটাকে ধর্মীয় পরিভাষায় বলে আর্যসত্য) হলো—'সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্'। অর্থাৎ এই সংসারের সবকিছু দুঃখময়। জীবের জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ। জন্ম, জরা, বিচ্ছেদ এবং মৃত্যু সবই দুঃখময়। দুঃখ মানব অস্তিত্বের নিত্যসাথী। কার্ল মার্কস যেমন উদ্বৃত্ত মূল্যের হারিয়ে যাওয়া উৎসকে আবিষ্কার করেছিলেন, ঠিক সেই মাপের দুনিয়ার আর একটি মাত্র আবিষ্কারই হয়েছিল

বলে চিহ্নিত করেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সেটা হলো দুঃখের সার্বজনীনতা।

বুদ্ধ মতে সুখ কখনোই দুঃখের বিপরীত কিছু নয়, সুখও এক ধরনের দুঃখ। উনি সুখকে বলেন দুঃখের ছদ্মবেশ বা ছদ্মবেশি দুঃখ। বুদ্ধের মতে এই সংসার যেহেতু অনিত্য এবং যা কিছু অনিত্য তাই দুঃখময়, ফলে সবকিছুই দুঃখময়। সর্বগ্রাসী এই দুঃখের কারণ আর দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়ই গৌতম বুদ্ধের সাধনার লক্ষ্য। গৌতম বলছেন—

> 'জন্মে দুঃখ, নাশে দুঃখ, রোগ দুঃখ, মৃত্যু দুঃখময়।
> অপ্রিয়ের সংযোগ দুঃখময়, প্রিয়জনের বিয়োগ দুঃখময়।
> সকল কিছুই দুঃখময়।' (মহাসতিপতানসূত্ত/২২/১৮)

এই দুঃখ অল্প নয়, প্রচুর, ধম্মপদে বুদ্ধ বলছেন—

> 'এ (দেহরূপ) গৃহের নির্মাতাকে অনুসন্ধান করতে
> গিয়ে (জ্ঞানাভাবে) তাকে না পেয়ে বহু জন্ম এই সংসার
> পরিভ্রমণ করলাম। বারবার জন্ম নেয়াটাও দুঃখজনক,
> কষ্টদায়ক।' (ধম্মপদ/জরাবর্গ/৮)

সবকিছুতে দুঃখ দেখতে পায় বলে অনেকে বৌদ্ধদর্শনকে নৈরাশ্যবাদী (নিহেলিস্ট) দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়, এ চাওয়াটাই যে বিরাট একটা সাধনাকে নালিফাই করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা, বৌদ্ধদর্শন যে আশাবাদে পরিপূর্ণ এবং এ দুঃখরোগের নিরোধ যে আছে সেটা ধম্মপদে বুদ্ধ স্বয়ং বলছেন—

> 'প্রিয় কিংবা অপ্রিয় কোনো কিছুতেই অনুরক্ত হয়ো না।
> কারণ প্রিয়বস্তুর অদর্শন এবং অপ্রিয়বস্তুর দর্শন উভয়ই
> দুঃখজনক। তাই প্রিয়ানুরাগী হয়ো না। প্রিয়বিচ্ছেদ